দৈনিক
ইত্তেফাক

৩৪
তারিখ ... JUL 29 2006 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ কলাম ... ১ ...

ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তি সমস্যা

অন্যান্য বছরের ন্যায় এ বছরও এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের ভর্তি সংকট সৃষ্টি হইয়াছে। অন্যান্য বছর এই সংকট সীমাবদ্ধ ছিল মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে। এ বছর তাহাদের সংকট তো রহিয়াছেই, উপরন্তু সাধারণ মেধার পাস করা ছাত্র-ছাত্রীরাও সংকটে পড়িয়াছে। মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীরা নামী-দামী কলেজে ভর্তি হইতে চাহিবে, ইহাই স্বাভাবিক। কিন্তু নামী-দামী কলেজের সংখ্যা ও আসন সংখ্যা কম হওয়ায় তাহাদের অনেকে সেখানে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাইবে না। এবার জিপিএ-৫ পাওয়া ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বেশী হওয়ায় তাহাদের ভর্তি সংকট তীব্রতর হইয়াছে। অন্যদিকে কম মেধাবী ও মেধাবী নয় তাহারাও ভর্তি সংকটে পড়িয়াছে। দেখা গিয়াছে, কলেজগুলিতে এই ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আসন রহিয়াছে ৩ লক্ষ ৬০ হাজার। কিন্তু এসএসসিতে উত্তীর্ণ হইয়াছে ৪ লক্ষ ৬৬ হাজার। অর্থাৎ বর্তমান ব্যবস্থায় ১ লক্ষ এসএসসি উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রী কোথাও ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাইবে না।

এসএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর ভর্তি সংকট বাংলাদেশে নূতন নয় তাহা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। ছাত্র-ছাত্রী মেধাবী হউক না হউক, অভিভাবকরা তাহাদের হাতেগোনা কয়েকটি কলেজে ভর্তি করাইতে চেষ্টিত হন। অন্যদিকে কলেজ কর্তৃপক্ষ মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তি করেন। কম মেধাবীদের স্থান হয় সাধারণ কলেজগুলিতে কিন্তু এবার জিপিএ-৫ পাওয়া মেধাবীদের সংখ্যা এতবেশী যে তাহাদের সকলের নামী-দামী কলেজে স্থান হইবে না। তাহাদের ভর্তি হইতে হইবে অপেক্ষাকৃত কম নামী-দামী কলেজে। অপরদিকে যাহারা কোন রকমে পাস করিয়াছে এরূপ এক লক্ষ ছাত্র-ছাত্রীর কলেজে স্থান হইবে না। তাহাদের স্থান দিতে হইলে দেশের কলেজগুলিতে আসন বৃদ্ধি করিতে হইবে। ইহা কে করিবে ইহাই প্রশ্ন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, সরকারী কলেজগুলিতে কলেজের শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন ভাতাসহ সমুদয় খরচ বহন করে সরকার। অপরদিকে বেসরকারী কলেজগুলিতে সরকার শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতনের ৯০ শতাংশসহ বিভিন্ন ভাতা বহন করে। তাহা সত্ত্বেও এই সমস্ত কলেজের অনেকগুলিতে ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষায় ভাল করে না। বহু কলেজে একজন ছাত্র-ছাত্রীও পাস করে না এরূপও জানা যায়। কেন করে না তাহা কাহারো অজানা নয়। প্রথমত ছাত্র-ছাত্রীরা অপেক্ষাকৃত কম মেধাসম্পন্ন। অন্যদিকে অনেক শিক্ষকের প্রশিক্ষণ মান উন্নত নয়। কলেজ পরিচালনায় ত্রুটিরও অভাব নাই। ইহাছাড়াও অন্যান্য কারণও রহিয়াছে। সরকার অবশ্য স্কুল-মাদ্রাসার ন্যায় এ ধরনের কলেজগুলির মান উন্নতকরণে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছেন।

কিন্তু এই মুহূর্তে যে সংকট তীব্র তাহা হইতেছে জিপিএ-৫ প্রাপ্তদের উন্নত কলেজে ভর্তির সুযোগ করিয়া দেওয়া এবং সাধারণ মানের ছাত্র-ছাত্রীদের কলেজে ভর্তি করা। এ কাজটিকে কঠিন মনে হইলেও আদৌ কঠিন নয় বলিয়া মনে করি। কেননা সব কলেজের মান সমান হইবে ইহা আশা করা যায় না। বেশীর ভাগ কলেজে অতি সাধারণ মানের ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হয়। পক্ষান্তরে যে কলেজগুলিতে ছাত্র-ছাত্রীরা ভাল ফল করে তাহাদের সকলেই মেধাবী। মেধার ভিত্তিতে তাহাদের ভর্তি করা হয়। অন্যদিকে সাধারণ বলিয়া পরিচিত কলেজগুলিতে মূলত কম মেধাসম্পন্ন ছাত্র-ছাত্রীদের স্থান হয়। এইবার সম্ভবত প্রথম মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের সাধারণ মানের কলেজে ভর্তি হইতে হইবে। তবে সরকার এই শেষোক্ত কলেজগুলির ব্যবস্থাপনা ও প্রশিক্ষণ মান নিয়মিত মনিটর করিলে এই সমস্ত কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ভাল করিবে এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নাই। বিষয়টি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপর নির্ভরশীল।

একটি বিষয় এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। উন্নত দেশেও সকল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মান এক নয়। বাংলাদেশের কিন্ডার গার্টেন বা বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের মত রাস্তার মোড়ে যেমন কলেজ, ইউনিভার্সিটি রহিয়াছে তেমনি কোন কোন উন্নত দেশেও একনম্বর ক্যাটাগরির কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি নিম্নমানের কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় এখানে-সেখানে দেখা যায়। মেধার ভিত্তিতেই ছাত্র-ছাত্রীরা সেখানে ভর্তি হয়। আবার ভাল কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের বেতনও আকাশ ছোঁয়া। ছাত্র-ছাত্রীদের মান নির্ণীত হয় কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে এবং তাহাদের কর্মক্ষমতায়। অন্যদিকে কম মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীরা সাধারণ কলেজ, ইনস্টিটিউটে ভর্তি হইয়া কোন ট্রেড কোর্স করিয়া চাকরিতে ঢোকে। অর্থাৎ কম-মেধাসম্পন্নরা ভাল কলেজ ও ইউনিভার্সিটিতে ভিড় না করিয়া সময় থাকিতে ইচ্ছামত কোন পেশায় ঢুকিয়া পড়ে। ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে চাপ পড়ে না। বাংলাদেশে পাইকারীভাবে কলেজ প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে এমন কলেজ ও ইনস্টিটিউট স্থাপন একান্ত জরুরী যেখানে সাধারণ মানের ছাত্র-ছাত্রীরা নার্সিং, প্যারামেডিক্স, গাড়ী চালনা, গাড়ী মেরামত, বিভিন্ন মেশিন মেরামত, ছোটখাট কলকব্জা তৈরীসহ বিভিন্ন কাজ শর্ট কোর্সে শিখিতে পারে এবং শীঘ্রই অর্থোপার্জন করিতে সক্ষম হয়। বাংলাদেশে এই সুযোগ অত্যন্ত কম বলিয়া সাধারণ মানের ছাত্র-ছাত্রীরা কলেজে ভিড় করে এবং যাহা শিখে তাহা কোথাও কাজে